পট্‌লা

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

১৩৩০

ভবানীপুর

মূল্য ✓০ আনা

পটলা

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

১৩৩০

ভবানীপুর

মূল্য ১/০ আনা

প্রকাশক—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী
রায় এণ্ড রায়চৌধুরী
২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না
বেঙ্গল প্রেস
২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ভবানীপুর
এল্ এম্ এস্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের ছাত্রগণ
স্নেহাস্পদেষু

তোমরা আমার অতি আদরের বস্তু, অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, তাই তোমাদের আদরের "পটলা" তোমাদেরই হাতে দিলাম।

ভবানীপুর
বৈশাখ ১৩৩০

ভূমিকা

আমাদের স্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ উপলক্ষে রসময় বাবু এই ছোট অভিনয় পুস্তকটি লেখেন। সেই সময়ে আমাদের কতকগুলি ছাত্রদ্বারাই ইহা অভিনীত হয়েছিল ও উপস্থিত সকলেরই বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করেছিল। তা'দেরই যত্নে, উৎসাহে ও অর্থে এখন "পটলা" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল। "পটলা" যে কেবল আনন্দের জিনিষ তা নয়, এতে বেশ একটা সুন্দর শিক্ষাও আছে। আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা আছে, সেই ধারণাটা যত শীগ্‌গির দূর হয় ততই আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল। আমি আশা করি শিক্ষার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে এই অভিনয় পুস্তকটি পাঠ করেন।

শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়
হেড মাষ্টার
এল্ এম্ এস্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্।

পাত্রপরিচয়

শিববাবু	...	জনৈক ভদ্রলোক
পটলা	...	ঐ পুত্র
জগা	...	পটলার সহপাঠী
হবুবাবু	...	পটলার কাকা
মাষ্টার বাবু	...	ঐ মাষ্টার
বটুক বাবু		
ভটচাজ মশাই		

ভৃত্য, চপবিক্রেতা, অন্ধ, বরফওয়ালা, উড়িয়া ইত্যাদি।

"The object in teaching is to bring more and more out, rather than to put more and more in."

Froebel.

"Teach through things that come in contact with children and which concern their immediate interests, feelings, and thoughts."

Pestalozzi.

লেখকের অন্যান্য পুস্তক।

		মূল্য
দেবীর দুয়ারে	... ...	১৲
পুষ্পরেণু (কবিতা) (যন্ত্রস্থ)	... ...	॥•

প্রাপ্তিস্থান

২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট দোতালা

কলিকাতা

পটলা

প্রথম দৃশ্য।

পটলার পড়িবার ঘর।

[পটলা দুলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে আর মাঝে মাঝে হাই তুলিতেছে ও গা মোড়া দিতেছে]

পটলা-(বইএর পাতা উল্টাইয়া) আ-আ-আচরণ, আচরণ মানে ব্যাবোহার, আচর-ণ মানে-এ ব্যাবোহার।

(চারিদিকে চাহিতে চাহিতে)

গাভী-গা-গাভী মানে গোরু, গাভী মানে গোরু।

(একটা পুতুল লইয়া নাড়িতে নাড়িতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে)

মনুষ্য-মনুষ্য মানে মানুষ ; মনুষ্য-মা-মানুষ, মানে-মানুষ-।

(খেলায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া কি পড়িতেছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, এবং কণ্ঠস্বরও ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে) মনুষ্য মানে মানুষ।

(নেপথ্যে গলাখেকরি শব্দ)

[তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ উচ্চ কণ্ঠে]

মনুষ্য মানে, গোরু ; মনুষ্য মানে গো-রু-উ, মনুষ্য মানে—

(আবার স্বর কমিয়া আসিয়াছে)

নেপথ্যে—পটলা পড়ছিস্ নাকি ?

[তাড়াতাড়ি খেলনা লুকাইয়া রাখিয়া গা মাথা দোলাইয়া উচ্চকণ্ঠে পড়িতে লাগিল]

পটলা—মানুষ মানে গোরু, মানুষ মানে গোরু। ব্যাঘ্র মানে শার্দ্দূল, ব্যাঘ্র মানে শার্দ্দূল। ব্যাঘ্র মাঞে—

[ক্রমে ক্রমে স্বর কমিতে লাগিল ও সেই সঙ্গে হাই তোলা, হাতমোড়া, মস্তক কণ্ডূয়ন খেলনার প্রতি দৃষ্টি ইত্যাদি]

নেপথ্যে—পড়ছিস্ রে ?

পটলা—(একটু উচ্চ কণ্ঠে)

পড়ছি না ত কি ?

[আবার খেলনাটি হাতে লইয়া মৃদুকণ্ঠে গানের সুরে]

পড়ছি নাত কি ? পড়ছি নাত কি ?

নেপথ্যে—কৈ রে শোনা যাচ্ছে না যে ?

পটলা—এই যে—

[বলিয়া খুব জোরে পড়িতে লাগিল]

বি-এল্-ডবল্ও-ডি-ব্লুড-ব্লুড (blood) মানে রক্ত ; ব্লুড মানে রক্ত ; পি-এস্-এ-এল্-এম (Psalm) পস্লম্ মানে গান, পস্লম্ পস্লম্ মানে গান।

নেপথ্যে—ওরে ও পটলা দুধ খেয়ে যা।

পটলা—আজ্ঞে যাই।

[বই খেলনা ফেলিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

পটলার পড়িবার ঘর।

[পটলার মাষ্টার মহাশয়ের প্রবেশ]

মাষ্টার মশাই—ও পটলু কৈ রে ?

[ভৃত্যের প্রবেশ, হাতে হুঁকো, কর্ত্তাবাবুর তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ; সে একটু নুইয়া নুইয়া চলে]

ভৃত্য—আজ্ঞে-মাষ্টার বাবু, আপনি এসেছেন ? পটল বাবুকে খুঁজছেন ? এই কর্ত্তাবাবুকে তামাকটা দিয়ে পটলু বাবুকে ডেকে দিচ্ছি।

মাষ্টার—হেঁ হেঁ যাও শীগ্‌গির ডেকে দাও।

ভৃত্য—[তেমনই নুইয়া নুইয়া চলিতে চলিতে] আজ্ঞে, এই যে দিচ্ছি, আপনি বিশ্রাম করুন।

প্রস্থান।

মাষ্টার—(উপবেশন পূর্ব্বক, ঘড়ি দেখিয়া স্বগত)

একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ; Positively at 4-30, কেউ বলতে পারবে না Mr. N. K. Biswas এক মিনিট (late) লেট্‌ করে এসেছে ! এই ত চাই, পয়সা কি আর এমনি দেবে ? An unpunctual man is neither liked nor trusted.

[আমার ঘড়ি দেখিয়া]

আঃ ভারি বিপদ্ ত, ৩৫ মিনিট হয়ে গেল তবুও আর পটলা বাবুর দেখা নাই! আবার থগার ওখানে যেতে হবে; সব মাটি করলে।

পটল্, পটল্! দেখেছ আপনার উত্তর নাই, একদিনও দেখলুম-না যে বই নিয়ে বাবাজি আমার বসে আছে। এখনি থগার ওখানে—

(পটলার প্রবেশ)

আয়, আয়, শীগ্গির বই নিয়ে বোস্।

পটলা—(বসিয়া) স্যর, স্যর, আপনার কপালে ঘাম দিচ্ছে স্যর, পাখা করব স্যর ?

মাষ্টার—(হাত দিয়া কপাল মুছিয়া) না না, তুমি পড়, কৈ দেখি বই, কতদূর পড়েছ ? মানে বানান, উচ্চারণ সব ঠিক হয়েছে ত ?

পটলা—স্যর, স্যর, আপনি স্যর এক্জিবিস্যান্ দেখতে গেছলেন স্যর !

মাষ্টার—না রে না, পড়া করেছিস্ কিনা তাই বল ; Exhibition Exhibition করে মাথা খারাপ করলে হবে কি ? বানান-মানে উচ্চারণ সব ঠিক করেছিস্ কিনা বল ? না পারলে বেতের চোটে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে ফেলব বুঝলি ?

[চমকিয়া উঠিয়া পিঠের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে]

পটলা—পড়া স্যর, হবে স্যর।

মাষ্টার—হবে কি রে !

পটলা—হেঁ স্তর বলুন স্তর ; মানুষের আবার শিং বের হয় স্তর ? Exhibition এ একটা মানুষ এসেছে স্যার, তার নাকি স্যার কপালের উপর দুটো বড় বড় শিং বেরিয়েছে স্যার ; সত্যি স্যর ?

মাষ্টার—আঃ পড়না, কেবল বাজে কথা !

পটলা—দিনই ত পড়ি স্তর ; একদিন একটা কথা স্তর, বলুন না স্যর ! মানুষের স্তর শিং বেরোয় স্যর ? আপনার স্তর আমার স্তর (কপালে হাত দিয়া) শিং ত নেই স্তর !

মাষ্টার—দেখ্ পটলা, ও সব এখন নয় ; লক্ষ্মী ছেলেটির মত বই নিয়ে পড় ; Soldier বানান কর দেখি।

পটলা—সোলজার স্যর সোলজার ?

মাষ্টার—হেঁ রে হে Soldier

পটলা— এস—ও—সোলজার স্তর ?

মাষ্টার—হেঁ হেঁ ঠিক হচ্ছে, বল শীগ্‌গির বল।

পটলা—এস্-ও-এল্ হেঁ স্যর Exibition এ টিকিট লাগে ?

মাষ্টার—ওঃ কি দুষ্টু তুই, মাথা চারিদিকে ছুটচে, শীগ্‌গির বানান কর বলছি, নইলে—

পটলা—না স্তর বলছি ; এস্-ও-এল-জার স্তর জার ?

মাষ্টার—হেঁ রে হেঁ।

পটলা—এস্-ও-এল-জে-এ-আর-সোলজার ; সোলজার মানে—

মাষ্টার—ওরে ও বোকা So-l-j-a-r কি ? Soldier.

পটলা—আজকের পড়াটা স্তর, বড় কঠিন স্যর !

মাষ্টার—(স্বর বিকৃত করিয়া) কঠিন স্তর। কেন কাল বলে দিনি ?

পটলা—হেঁ স্তর বলে দিয়েছিলেন স্যর।

মাষ্টার—তবে তবে ?

পটলা—তবু স্যর মনে থাকছে না স্যর।

মাষ্টার—তোমার কিছু হবে না, তুমি নেহাৎ বোকা।

পটলা—না স্যর আর একবারটি বলে দিন স্যর, আর ভুলব না স্যর।

মাষ্টার—(স্বর বিকৃত করিয়া) আর ভুলব ন স্যর ; বল S-o-l-d-i-e-r Soldier বুঝলি।

পটলা—তাহলে ত সোলডিয়ার হবে স্যর, আর হবে কেমন করে স্যর ?

মাষ্টার—ওরে তোকে যে microscope নিয়ে দেখতে হয় তুই আবার এত তর্ক করতে শিখেছিস্ ! তোর দেখছি এই পর্য্যন্ত হল।

পটলা—না স্যর বকবেন না স্যর, কাল থেকে স্যর ঠিক করব স্যর।

মাষ্টার—হুঁ কাল থেকে ঠিক চাই ; নইলে—

পটলা—না স্যর মারবেন না স্যর, পড়া করব স্যর।

মাষ্টার—(ঘড়ি দেখিয়া) আচ্ছা তা হলে, ঐ কথা রইল, কাল থেকে যেন একটিও ভুল না যায়।

পটলা—হুঁ স্যর, আপনি স্যর আমাদের বাড়ীতে খাবেন স্যর ? আমরা ব্রাহ্ম স্যর। হুঁ স্যর খেলে জাত যায় স্যর ?

মাষ্টার—কি মতলব বল দেখি তোর ?

[বলিয়া মাষ্টার মশাই উঠিতে উদ্যত হইলেন]

পটলা—ওই ! উঠছেন যে স্যর ? খাবেন না ? পাটিসাপটা স্যর, বড় মিষ্টি স্যর। আনব স্যর ?

মাষ্টার—(মুখে একটু হাসি) না না, তুমি খাও, আমি তখন আর একদিন—

পটলা—না স্যর না।

মাষ্টার—না রে না আজ থাক, আবার খগা—জানিস ত, তার পড়া বলে দিতে হবে।

(মাষ্টার মশাই উঠিয়া একটু অগ্রসর হইয়াছেন)

পটলা—একটা কথা স্যর শুন্‌বেন স্যর ?

মাষ্টার—(মুখ ফিরাইয়া) কি রে ?

পটলা—কাল ছুটি দেবেন স্যর ?

মাষ্টার—কেন ?

পটলা—Exhibition দেখতে যাব স্যর।

মাষ্টার—জানিই ত, তোমার পড়া শোনা হবে না।

পটলা—না স্যর শুধু কালকের দিনটি স্যর, একটি দিন স্যর।

মাষ্টার—আচ্ছা তাই হবে।

(একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া)

'বানান মানে সব ঠিক করে' রেখো বাপু।

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

পটলা—জগা, ও জগা, আয় না রে, মাষ্টার মশাই চলে গেছেন,

(জগার প্রবেশ)

আয় তোকে শিং ওয়ালা মানুষ সাজাব।

জগা—শিং করবি কেমন করে ?

পটলা—সব ঠিক করেছি রে তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌না।

জগা—তাই না কি ?

পটলা—দেখনা !

(পটলার প্রস্থান)

[জগা একা দাঁড়াইয়া কড়াই ভাজা চিবাইতে লাগিল]

(সাজশয্যা লইয়া পটলার পুনঃ প্রবেশ)

পটলা—আয় তোকে সাজিয়ে দি।

[পায়ে ঘুঙুর ও মুখে শিংওয়ালা মুখোস আঁটিয়া দিয়া]

বাঃ বাঃ বেশ মানিয়েছে, দেখি একবার মুখখানা।

(ঘাড় ধরিয়া এদিক্ ওদিক বাঁকাইয়া মুখ দেখিতে দেখিতে

কি মজা রে!

(বলিয়া তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া)

কৈ একবার নাচ্ দেখি।

(জগার নৃত্য)

বাহবা! বাহবা! (করতালি)

(শিবরামের প্রবেশ)

শিব—ওরে ও হতভাগা, এই কি তোমার পড়া হচ্ছে?

(জগা আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিল)

[পটলার নীরবে নতমস্তকে একান্তে অবস্থান]

শিব—ইস্কুলের মাইনে, মাষ্টারের মাইনে এই জন্যেই বুঝি দিচ্ছি? আমি জানি ছেলে আমার পড়ছে, বা বা বা, ছেলে আমার এদিকে নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন!

(পটলার দিকে কট্ মট্ করিয়া চাহিয়া)

হেঁ রে, ও হতভাগা, তুই আমার শার জন্মে মহাজন ছিলি নাকি?

(পটলা নীরব)

দেখ না, এত বলছি তবু বেহায়ার লজ্জা নাই; মুখটা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে কেমন? বেতের চোটে পিঠ লাল করে' ফেললে তবে ঠিক হয়। ইস্কুলে গিয়ে কি করিস রে লক্ষীছাড়া?

পটলা—পড়ি।

শিব—(স্বর বিকৃত করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে) পড়ি; কাল থেকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না; ঘরে বসে' থাকবি। সংসারের কাজকর্ম্ম দেখবি, গরু চরাবি, গরুর জাব কাটবি, এই সব তোর কাজ, বুঝলি? বাঁদর নাচ করবার জন্যে আর পয়সা দোব না।

(একটু থামিয়া)

পারিস ত কাল থেকে আর মুখ দেখাস নে, গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে? পষ্টাপষ্টি বল বুঝলি কিনা?

পটলা—হুঁ

শিব—বস্

(কানে ধরিয়া)

চল্ গরুর জাব কাটবি চল্।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(রাস্তার একদিক্ হইতে মাষ্টার মহাশয়ের অন্যদিক্ হইতে বটুক বাবুর প্রবেশ)

বটুক—কি হে বিশ্বাস কেমন ?

মাষ্টার—আর ভাই, মা ঘটি মা ঘটি করে' এই ফিরছি। শরীরটে ভাল ?

বটুক—চলছে একরকম ; মা ঘটি কি বললে ?

মাষ্টার—(মুখে একটু হাসি) মা ঘটি বুঝলে না ?

বটুক—না হে ভায়া।

মাষ্টার—বাপের টাকা আছে, বুঝবে কেমন করে ?

বটুক—একবার বুঝিয়েই বল না ?

মাষ্টার—সকাল হলেই একটা ছোট দড়ি নিয়ে গোয়ালারা বের দেখেছ ত ?

বটুক—হেঁ দেখেছি

মাষ্টার—পাঁচ বাড়ী তাদের দুধ দুইতে হয়, সময় বড় কম, বেলা আটটা ন'টার মধ্যে চোদ্দ পনের ঘর সারতে হয়।

বটুক—তা জানি।

মাষ্টার—বোঝ, কত ব্যস্ত তারা, হু-হু শব্দে বাড়ী বাড়ী ফিরছে, আর দরজা পার হতে না হতেই "মা ঘটি" "মা ঘটি" ডাক ছাড়ছে।

বটুক—"মা ঘটি" মানে ?

মাষ্টার—দুধ দুইবার ঘটি হে, মা ঘটি বললেই গৃহস্থ বুঝতে পারে গোয়ালা এসেছে দুধ দুইতে।

বটুক—তুমিও মা ঘটি মা ঘটি করে' ফিরছ কি রকম ?

মাষ্টার—আমাদেরও তাই, বাড়ী বাড়ী ছুটতে হয়, সকালে অন্তত তিনটে টিউসন, বিকালেও তাই ; না করলে পেটও চলে না ; কাজে কাজেই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয়। কোথাও গিয়ে এক মিমিট দেরী দেখলেই চক্ষু স্থির।

বটুক—এমন করে' কতদিন বাঁচবে ?

মাষ্টার—আর বাঁচব ; দুঃখের কথা ত সবই জান ; মাইনে ত তিরিশটি টাকা ; সিদ্ধেশ্বরী, ওলাই চণ্ডী, মা কালীর পায়ে মানত করে' পাঁচ বছর পরে পনের গণ্ডা পয়সা মাইনে বেড়েছে। ঘরে এদিকে সাত আটটি অপগণ্ড অন্নভুক্। ১লা তারিখেই বাড়ী ফিরতে না ফিরতেই হাত ফাঁক হয়ে যায়, তারপর সারা মাস ভেবে' ভেবে' চোখের কোণে কালী !

বটুক—পনের গণ্ডা পয়সা কি বললে ?

মাষ্টার—এক আনার ডাক টিকিটের উপর সই দিয়ে মাইনে নিতে হয়, তা জান ত ? সেই এক আনা পয়সা মাইনে থেকে কেটে নেয়।

বটুক—হেঁ হে গিরিশ বাবুর ছেলেকে পড়াতে পারবে ?

মাষ্টার—দক্ষিণে কি রকম ? কিস্তি টিস্তি নাই ত ?

বটুক—কিস্তি টিস্তি নাই, তবে দক্ষিণেটা আট দশ টাকার বেশী হবে না।

মাষ্টার—পড়াও তেমনি হবে। g-n-a-t-গ্নেট্, k-n-o-w-ক্নো।

বটুক—তাই নাকি !

মাষ্টার—আট টাকায় g-n-a-t গ্ন্যাট হয় না হে। আর করবই বা কখন, মলে ত সময় হবে।

বটুক—একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর না ?

মাষ্টার—লাঠি কৈ? কিসে ভর দিয়ে উঠব। একটা মোটর গাড়ীওয়ালা মুরুব্বি জুটলেও বা কতকটা h-o-p-e করা যেত। ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে সে চেষ্টা বৃথা।

বটুক—চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই হে !

মাষ্টার—শরীর টে ভাল ত ? দাদা, এ pacific ocean প্রশান্ত মহাসাগর ! আমার মত N. K. Biswas Six thousand millions গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। B. A's and M. A's are like cherries and berries ; গৌর হে প্রভু ! তোমার দয়াতেই বেঁচে আছি।

বটুক—একবার Mr—

মাষ্টার—ও সব ঢের দেখেছি, দেখা করতে কারও সঙ্গে বাকি নাই। হেঁটে হেঁটে জুতো ক্ষয়ে গেল। আক্রাগণ্ডার দিন এক জোড়া চটির দাম ৩৲ টাকা চৌদ্দ সিকে।

বটুক—কার কাছে গেছলে ?

মাষ্টার—কত আর বলব ? পায়ে জুতো না থাকলে এতদিন হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলতে হত।

(ঘড়ি দেখিয়া)

না আজ এই পর্য্যন্ত, আর সময় নাই, আবার খগার ওখানে যেতে হবে। শরীরটে ভাল ?

বটুক—তুমি হলে কি ?

মাষ্টার—আমার অবস্থায় পড়লে বুঝতে দাদা ; তা যাই হোক, (ঘড়ি দেখিয়া) আর ৫ মিনিট আছে, চল্লুম ভাই, হবে কথা এখন সময়ান্তরে ; শরীরটে ভাল ত ?

(যাইতে যাইতে)

মনে রেখো ভায়া, এ Pacific ocean প্রশান্ত মহাসাগর ; তা শরীরটে—

(প্রস্থান)

বটুক—তাইত লোকটার হল কি !

চতুর্থ দৃশ্য

পটলার পড়িবার ঘর।

[পটলা তাহার খেলিবার জিনিষপত্র লইয়া মহাব্যস্ত]

(জগার প্রবেশ)

জগা—কিরে ও কি করছিস্? কাল ইস্কুল যাস্‌নি কেন?

পটলা—কাউকে বলিসনে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাব?

জগা—সে কি রে?

পটলা—তা নয় ত কি? গরুর জাব কাটব? বাজার করব? আর তামাক সাজব? বলিস্ কি?

জগা—কেন রে?

পটলা—বাবা বলেছেন তোর আর পড়া হবে না, তুই এই সব করবি।

জগা—তোকে ভয় দেখিয়েছে।

পটলা—না রে না বোকা, তুই জানিস নে; বাবা বড় শক্ত

জগা—তবে করবি কি?

পটলা—তুই কি মনে করেছিস গরুর জাব কাটব? তা হচ্ছে না; আমি আজই পালাব।

(জগার কাঁধে হাত দিয়া)

তুই যাবি? চ' না?

জগা—কোথায় রে?

পটলা—এখন ত মামাবাড়ী যাব। জানিস ভাই, সেখানে মামার বাগানে খুব বড় বড় পেয়ারা ; মস্ত বাগান, লকেট ফলের গাছ আছে, একটা বড় পুকুর আছে, তাতে মাছ কত ; যাবি ? চ[illegible] ? ভয় কি ? আমার কাছে থাকবি ; মামা বড় ভাল, মারে না, বকে না। মামীমা কত কি খেতে দেবে কি বল ?

জগা—বাবা যদি বকে ?

পটলা—আমার সঙ্গে যাবি, বকবে কেন ?

জগা—না ভাই, তুই যা।

পটলা—বেশ ; আঁচল ভরে মামার বাগান থেকে মর্ত্তমান কলা এনে যখন খাব তখন আমার মুখের দিকে ফেল্ ফেল্ করে' চেয়ে থাকবি না ত ?

জগা—কলা নিলে কেউ বকবে না ?

পটলা—দূর ক্ষেপা, মামার বাগান যে !

জগা—দেখ্ আমি যাব বটে, কিন্তু একদিনের মত, কালই ফিরে আসতে হবে।

পটলা—আমিই কি আর সেখানে বার মাস থাকতে যাচ্ছি ?

জগা—তবে দাঁড়া একটিবার, মার কাছে বলে আসি।

পটলা—যা যা শীগ্‌গির যা,

(জগার প্রস্থান)

আমিও খেলনা গুলো একটা থলিতে ভরে নি !

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ

[পটলা ও জগা পটলার মামার বাড়ী চলিয়াছে]

(অন্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ)

অন্ধ—বাবা, কাঁনা অন্ধকে একটি পয়সা দাও বাবা।

পটলা—এই নাও। (ভিক্ষুকের হাতে একটী পয়সা দিল)

অন্ধ—জয় হোক্ বাবা, রাজা হও বাবা।

(প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে চপ্ওয়ালার প্রবেশ)

চাই ঘুগনি দানা, চপ, আলুর দ— ।

চপ-বি—(পটলা ও জগাকে দেখিয়া)

কি গো বাবু, চপ খাবেন নাকি ?

পটলা—না হে না।

চপ-বি—খেলে না বাবু, আমার first অ কেলাস চপ ?

পটলা—আর একদিন আসিস্

(চপ-বিক্রেতার প্রস্থান)

নেপথ্যে—বরফ-বরফ-বরফ।

পটলা—ওরে ও জগা বরফ খাবি ?

জগা—পয়সা ?

পটলা—পয়সা আবার দিতে হবে নাকি ?

জগা—অমনি দেবে কেন রে ?

পটলা—তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখনা।

(কানে কানে কি মন্ত্রনা দিল)

(বরফ ওয়ালার প্রবেশ)

ব-ওয়ালা—চাই বফ্ চাই বফ্।

পটলা—এই বরফওয়ালা

(বরফ ওয়ালা ফিরিয়া দাঁড়াইল)

কুলপি আছে ?

ব-ওয়ালা—হেঁ গো বাবু আছে।

পটলা—ভাল ত, দেখ্ যা তা খাওয়াস্ নে,

বরফ--ও—বাবু আমার নাম ভৈরব, আমার মত বরফ আছে কার, খেয়েই দেখ না বাবু ; ক'টা দোব ?

পটলা—দে দুটো দে ; খা রে জগা খা।

(উভয়ে বরফ খাইতে লাগিল)

বরফ—আর চাই বাবু ?

পটলা—না আর চাই নে।

বরফ---বাবু পয়সা ?

(এমন সময় জগা মুখ চোখ বিকৃত করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল)

পটলা—ও কি রে, অমন কর্‌ছিস কেন ? ঐ ! কথা কচ্ছিস না যে ? বরফওয়ালা ! কি বরফ খাওয়ালিরে হতভাগা ? পাহারাওয়ালা ! পাহারাওয়ালা ?

ব-ও—পাহারাওয়ালাকে ডাকছ কেন বাবু?

পটলা—দেখনা মজাটা; বেটা বরফের সঙ্গে সিদ্ধি ঘুটে দিয়েছিল তুই দাঁড়া একবার, তোকে টেরটা পাওয়াচ্ছি; পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা!

ব-ও—সে কি বাবু; ও কি করছ বাবু?

(এদিক ওদিক্ চাহিতে চাহিতে বরফওয়ালার প্রস্থান)

পটলা—পয়সা নিয়ে যা রে।

(জগার দিকে ফিরিয়া)

ওরে ওঠরে ওঠ।

জগা—তুই ভারি দুষ্টু; অমন করে ঠকাতে হয়, গরীব লোক!

পটলা—ঠিক বলেছিস তুই, লোকটা নেহাৎ বেচারা! আমার দোষ হয়েছে; ডাক বরফওয়ালাকে, তার পয়সা দিয়ে দিই।

জগা—সে কি আর পয়সার জন্যে বসে আছে? পাহারাওয়ালার ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

পটলা—না তা হোক্, তুই দাঁড়া এখানে, আমি ছুটে গিয়ে তার পয়সা দিয়ে আসছি।

(বেগে প্রস্থান)

নেপথ্যে—বরফওয়ালা! বরফওয়ালা!

জগা—আমি এইখানে একটু শুই।

প-নেপথ্যে—ওহে ও বরফওয়ালা, পয়সা নিয়ে যাও?

ব-নেপথ্যে—দোহাই বাবু, পয়সা চাইনে বাবু।

প-নেপথ্যে—আরে তাও কি হয়, নিয়ে যাও বলছি তোমার পয়সা, পয়সা না দিয়ে ঠকিয়ে খেলে পাপ হয়।

ব-নেপথ্যে—আবার কি ফ্যাসাদে ফেলবে! বাবা এতটুকু ছেলের এত বুদ্ধি!

(উড়িয়ার প্রবেশ)

[চলিতে চলিতে জগার উপর পতন]

জগা—ওরে ও কানা মেড়া উড়ে, দেখতে পাওনা?

উড়ে—অঃ রস্তার মধ্যি কাঁই করুচি?

জগা—যা বেটা যা, আর কাঁই মাই করতে হবে না।

(এ দিকে ছুটিতে ছুটিতে বরফওয়ালার প্রবেশ পশ্চাতে পটলা)

পটলা—পয়সা নাও হে।

(বরফওয়ালার উড়িয়ার উপর পতন)

উড়িয়া—সড়া অন্ধা অছি, সড়া—

ব-ও—জানিনা বাবা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম। কেবল অনর্থ, পায় পায় অনর্থ।

উড়িয়া—সড়া মারি পকাইব, সড়া অন্ধা সড়া—

ব-ও—যা বাপু যা আর মারি পকাতে হবে না, খুব হয়েছে।

পটলা—কিছু ভয় নাই, এই তোমার তিন আনা পয়সা নাও।

বরফ-ও—দেখ বাবু, আর কিছু করবে না ত?

পটলা—না রে না তুই যা।

(বরফওয়ালার প্রস্থান)

[ভট্চাজ্ মহাশয়ের প্রবেশ]

ভট্—কে রে তোরা? আমার এই ঝাঁকাটা বাড়ী পৌঁছে দে না বাবা? বুড়ো মানুষ, আর পারছি না। বড় রোদ বাবা, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি বাবা? নে না এটা, তোদের তিনটে পয়সা দোব।

পটলা—আপনার হাতে জল গলে ত ?

ভট্—কথা শোন এতটুকু ছেলের ! বলে কিনা আপনার হাতে জল গলে ত ? এমন সেয়ানা ছেলে ত কোথাও দেখি নি। —

পটল—কেন মশাই ?

ভট্—থাম্ বাপু থাম্, তোর সঙ্গে অত কথার দরকার কি ? ঝাঁকাটা তোরা বাড়ী পৌছে দিবি কিনা তাই বল্।

পটলা—আমরা কি মুটে ?

ভট্—কে তবে তোরা ?

পটলা—আপনি ত সবাইকেই মুটে ঠাউরেছেন, তা মুটে হই যা হই, দিন আপনার মোট আমরা পৌছে দিচ্ছি।

ভট্—পয়সা ঐ তিনটে পাবে !

পটলা—আবার ঐ পয়সার কথা, না তা হলে ঠাকুর মোট রইল ; পয়সা টয়সার নাম করবেন না। আপনার ঐ ঝাঁকায় পাকা কলা আছে তাই দুটো দুটো করে দেবেন।

ভট্—ওরে ও যে চাটিম কলা। খোকাদের জন্যে নে যাচ্ছি। তোরা আবার চাইছিস কি ?

পটলা—আমরাও ত খোকা। আমরা খেলেও যা আর আপনার খোকারা খেলেও তা। আমরা সবাই খোকা।

ভট্—বা রে ছেলে ! মুখে যেন খৈ ফুটছে।

পটলা—বলুন শীগ্গির দেবেন কি না ?

ভট্—তা তা চল, দুটো ছোট দেখে বেছে দোব এখন।

পটলা—আয় রে জগা আয় নে তোল।

(মোট লইয়া উভয়ের প্রস্থান)

ভট্—একটু আস্তে আস্তে চল রে বাবা !

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পথের অন্যদিক্

(ভট্চাজের প্রবেশ)

ভট্—কোথা গেল ছেলে ছুটো ? হায় ! হায় ! সব গেল, সব গেল, মেয়েটার জন্তে একখানা শাড়ী ছিল তাও গেল ; হায় ! হায় !! কতদুর গেল ? পাই ত মুণ্ডু ছুটো চিবিয়ে—ছিঃ ছিঃ রাম ! রাম ! একি বল্লুম ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে !

(প্রস্থান)

(পট্লা ও জগার প্রবেশ)

পট—ঠাকুর আস্ছেন হেলে দুলে, তার আস্তে দেরী আছে। নাম্বি এই খানে, কি ভারি রে !

জগা—বেশ তাই কর।

(নামাইয়া)

পট—আয়, দেখি কি আছে। বাঃ বাঃ (লাফাইয়া উঠিয়া) মর্ত্তমান কলা রে জগা ! ওরে সন্দেশ রে ! কি মজা ! কি মজা ! এ আবার কি রে ? শাড়ী রে, আয় শাড়ীখানা বিছিয়ে বসি।

জগা—করিস কি ? তোর ত ভয় নাই ! মরবি যে মার খেয়ে

পট্—হেঁ রে হেঁ।

(পশ্চাৎ দিক্ হইতে ভট্‌চাজ মহাশয়ের প্রবেশ)

(তাঁহাকে দেখিয়া পটলা ও জগা দাঁড়াইয়া উঠিল)

ভট—ওরে হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, সব নষ্ট করলি, যা বাবু যা তোদের আর নে যেতে হবে না ; সন্দেশ কম দেখ্‌ছি কেন রে ! দইটা ফেলেছিস, মরবার আর জায়গা পেলি নে ?

পট—তা শুধু শুধুই বইব নাকি ?

ভট—দাঁড়াও তোমরা তোমাদের মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিচ্ছি।

(শিব বাবুর প্রবেশ)

শিব—বলি কোথায় চলেছিস রে হতভাগা ? সকাল থেকে বেরিয়েছিস এখনও বাড়ী ফের্‌বার নাম নাই। তোর বুকের পাটা যে বড় বেড়ে উঠেছে। আয় আজ তোকে এইখেনে পুঁতে ফেলব।

ভট্—কেমন, খুব আচ্ছা করে দু ঘা বসিয়ে দিন বড় দুষ্টু ছেলে।

(প্রস্থান)

জগা—(কাঁদিয়া উঠিল)

শিব—তুই আবার কোত্থেকে এসে জুট্‌লি রে ?

জগা—(খুব জোরে কাঁদিয়া উঠিল)

শিব—তোরা দুটোই সমান।

(তার পর পটলার দিকে চাহিয়া)

পটলা !

পটলা—(স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

শিব—আজ আর তোকে ঘরে যেতে হবে না। এই খানেই রেখে যাব।

জগা—মা গো (কাঁদিতে লাগিল)

শিব—(পটলার হাত ধরিয়া টানিয়া দুই এক ঘা দিতে দিতে) কেমন? বংশের প্রদীপ আমার! তোর আর মরণ নাই রে!

(আবার প্রহার)

(হবু বাবুর প্রবেশ)

হবু—আহা করেন কি দাদা ছেলেটাকে যে গোবেড়ান করে মার্‌ছেন? ছিঃ ছিঃ।

শিব—জানো না ভায়া বড় দুষ্টু ছেলে, বেটার জন্যে নাস্তা নাবোধ হলুম। লোকের ছেলে কেমন শিষ্ট শান্ত, কেমন পড়া শোনা করে, আর এ বেটার কেবল দিন রাত্রি বদমাইসি!

(আবার প্রহার)

হবু—থামুন থামুন, বড় ভুল বুঝেছেন, এমন ছেলেকে মারে! পটলার মত clever ছেলে আছে কটা! যারা কেবল দিন রাত্রি "উঠেছে নবীন উঠেছে বিপিন" ক'রে ক'রে দিন দিন ধাড়ী হয়ে উঠছে তারা পৃথিবীতে কিছু কর্‌তে পার্‌বে নাকি?

শিব—পটলু কি কর্‌বে?

হবু—সবি কর্‌বে।

শিব—আমার মাথায় একটা রাজার মুকুট পরিয়ে দেবে।

হবু—সব আপনাদের দোষ, আপনারা বুদ্ধিকে চালাতে জানেন না। ইস্পাত পেলে কি হবে অস্ত্র তৈয়ের কর্‌তে জানা চাই।

শিব—তুমিও ক্ষেপলে নাকি?

হবু—আচ্ছা আপনি ত ছেলেটাকে মেরে ফেলছিলেন, না হয় আমায় দিন ; ভাল হয় দুবছর পরে আমার কাছে চেয়ে-নেবেন ; আর খারাপ হয় আমারই কাছে থাকবে ; আমিও ত ছেলের কাকা।

(পটলার দিকে ফিরিয়া)

আয় রে আয় পটলা, আজ আমরা Exhibition দেখতে যাব : কত জিনিষ এসেছে, সব তোকে আমি নিজে বুঝিয়ে দেবো, আয় আমার সঙ্গে।

জগা—ও পটলা, আমি ?

পটলা—তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ।

সমাপ্ত।